Funded by
the European Union

CHILD RIGHTS
ADVOCACY
COALITION in
BANGLADESH

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

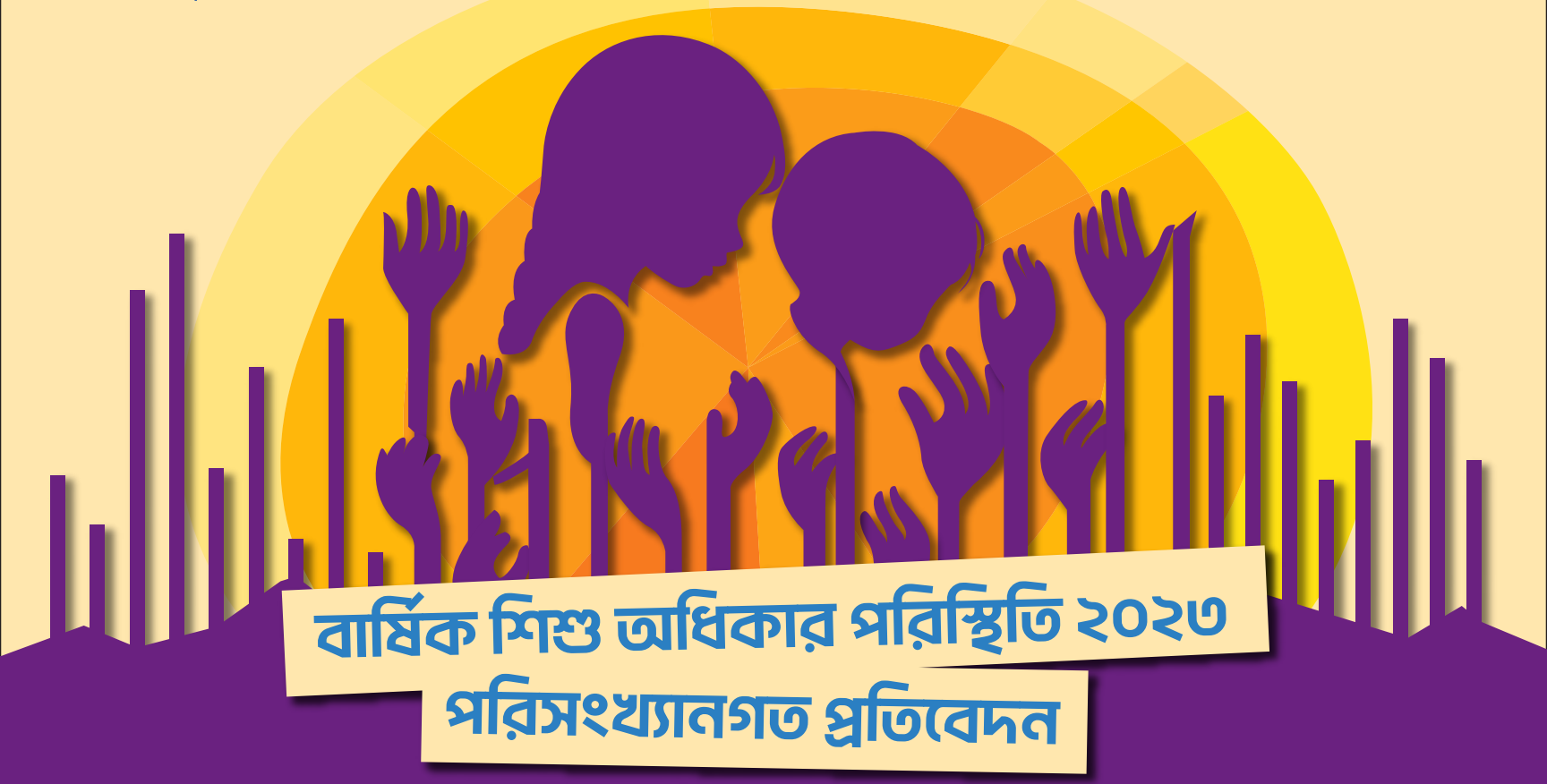

বার্ষিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩
পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন

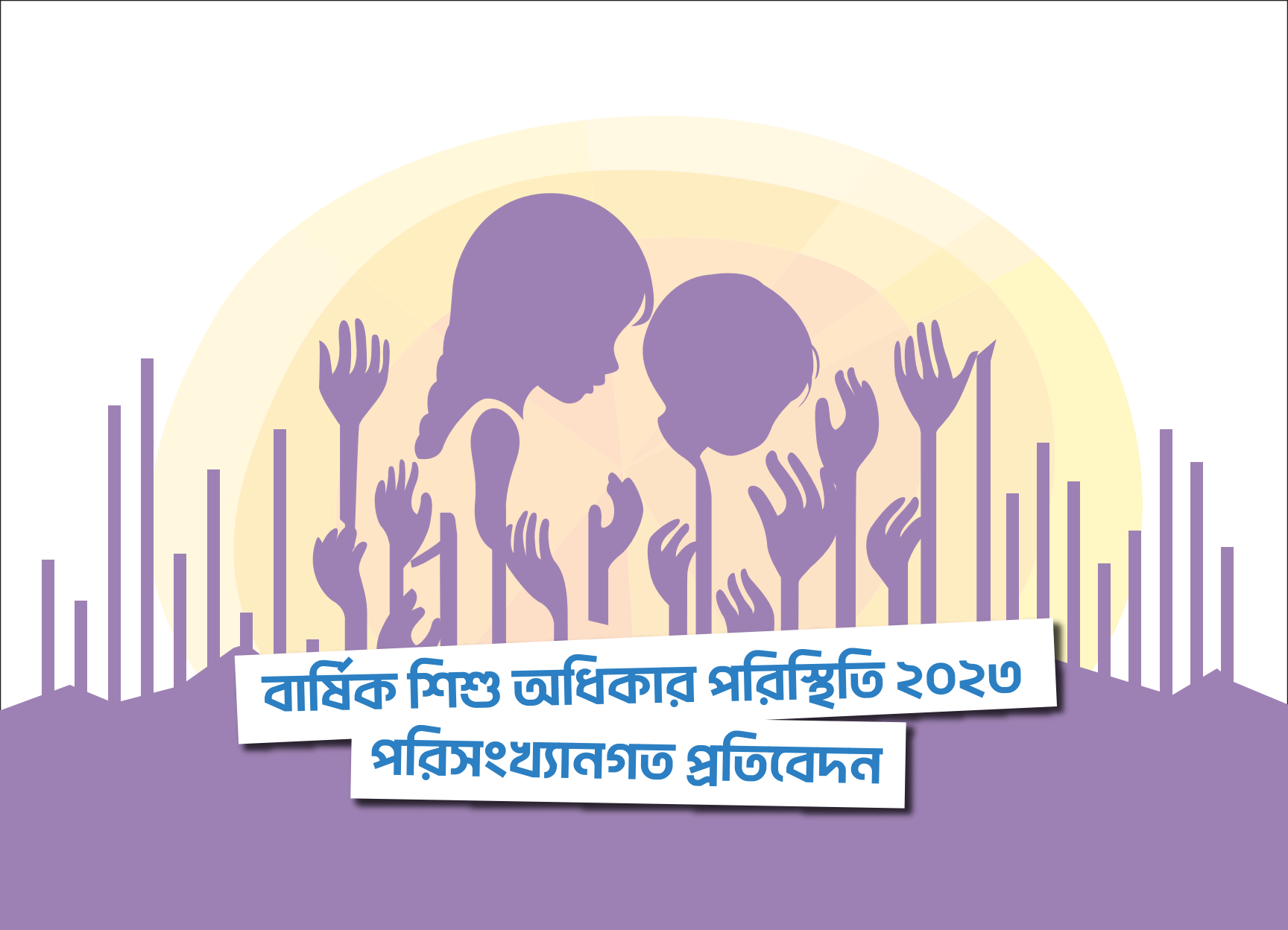
বার্ষিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩
পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন

বার্ষিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩
পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন

প্রকাশকাল : ২০২৪
প্রকাশক : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
কপিরাইট : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: অর্ক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ০৫

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ০৬

শিশু অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ২০২৩ ০৯

শিশু হত্যা ২০২৩ ০৯

শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ২০২৩ ১০

শিশু নির্যাতন ২০২৩ ১১

শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা ও আত্মহত্যা ১২

বখাটে কর্তৃক উত্ত্যক্ত ২০২৩ ১২

ইন্টারনেট/পর্নোগ্রাফি, অপহরণ ও অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার ১৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন ১৩

ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা ২০২৩ ১৪

বলাৎকার (ছেলেশিশু) ২০২৩ ১৫

লাশ উদ্ধার ২০২৩ ১৬

পারিবারিক নির্যাতন ২০২৩ ১৭

পারিবারিক নির্যাতনের পর হত্যা ১৭

গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীর মৃত্যু ১৮

Statistics on Child Rights Violations in English ১৯
Statistics on Child Rights Violations 2023 ২০
Child Killed 2023 ২০
Physical Abuse 2023 ২১
Child Torture 2023 ২২
Killed after Physical Torture & Suicide after Sexual Harassment ২৩
Sexual harassment by stalkers 2023 ২৩
Internet/Pornography Harassment, Abduction & Acid Attack ২৪
Student Torture & Sexual Harassment ২৪
Rape and Killed after being Raped ২৫
Rape (Boy) ২৬
Recovered Death Body 2023 ২৭
Killed after torture (in Domestic Sphere) ২৮

মুখবন্ধ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ (CRAC, B) এর সচিবালয় হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে 'বাংলাদেশে ইউপিআর এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের মাধ্যমে শিশু অধিকারের অগ্রগতিতে নাগরিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আসক কার্যালয়ে একটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সারা বছর নিয়মিতভাবে দেশের সার্বিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তৈরি ও প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, CRAC, B হচ্ছে ১০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম, যা বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করে।

'বাংলাদেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩: পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন'-এর মাধ্যমে ২০২৩ সালে দেশের সার্বিক শিশু অধিকার পরিস্থিতি পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট ও প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশনায় নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকায় আমি তাহেফা সামিন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং ঝর্ণা খানম, প্রজেক্ট ডকুমেন্টালিস্টকে বিশেষ অভিবাদন জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিবেদনটি সম্পাদনায় ছিলেন তামান্না হক রীতি, প্রকল্প সমন্বয়ক ও শান্তা ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা। এ ছাড়া আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, জ্যেষ্ঠ সমন্বয়ক সময়ে সময়ে প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ (CRAC, B) -এর সকলের প্রতি এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা প্রত্যাশা করছি, এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে ২০২৩ সালের বাংলাদেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে শিশু অধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, শিক্ষার্থী-গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সামান্য হলেও উপকৃত হবেন। সকল অংশীজনের সুবিধার্থে প্রতিবেদনের মূল অংশগুলো বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষায় কোয়ালিশনের যাত্রা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আমাদের এ কার্যক্রমকে সার্থক করতে পাশে থাকা সকল সারথির প্রতি শুভেচ্ছা।

ফারুখ ফয়সল
নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
সচিবালয়- চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০২৩: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

গত ২০ নভেম্বর ২০২৩ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষরের ৩৪ বছর পূর্ণ হলো। মূলত এ সনদের মাধ্যমেই শিশুদের অধিকার যে মানবাধিকার, তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অনুমোদিত এ সনদে এখন পর্যন্ত ১৯৬টি রাষ্ট্র পক্ষভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুস্বাক্ষর করে। তবে শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার আরও পুরোনো। এ সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার বহু আগেই বাংলাদেশ সংবিধান শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে, সদ্য স্বাধীন দেশে শিশু আইন, ১৯৭৩ প্রণীত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিশুদের অধিকার উন্নয়নে বেশ কিছু আইনি ও নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশের সাফল্য বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে দেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমরা এখনো শিশু অধিকার রক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছি। বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ এবং সর্বক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে না পারায় এখনো আমাদের শিশুরা তাদের পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারছে না। বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা আরও বেশি পিছিয়ে পড়ছে। অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে একটি শিশুকেও বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

একজন শিশুর পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যথাযথ বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। একই সাথে শিশুর অধিকার রয়েছে তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ ও অবকাঠামো পাবার- আমরা কি আমাদের শিশুদের জন্য তা নিশ্চিত করতে পারছি! দেশের বিদ্যমান শিশু অধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করলে এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে পাওয়া যায়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ মাসে ৪৮৫ জন শিশু হত্যার শিকার হয়েছে, ১০১৩ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ৩১৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ৭৫ জন ছেলেশিশু বলাৎকারের শিকার হয়েছে। উচ্চ আদালত শিক্ষাঙ্গনে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করলেও এ সময়ে শিক্ষক দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৪০ জন শিশু। এ ছাড়া উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে ৫৮ জন শিশু এবং শিক্ষকের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৩০ জন শিশু।

জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, গত ১০ বছরে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭ হাজার, তবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সংখ্যা কমেছে। স্পষ্টত বাংলাদেশ শিশুশ্রম নিরসনের বৈশ্বিক লক্ষ্য- ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করতে হবে- তা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষা একজন শিশুর বিকাশে, তাকে একজন আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রেজাল্টভিত্তিক কোচিংনির্ভর শিক্ষা তথা অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্তি

দিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিশুদের ওপরও বেশ প্রভাব ফেলছে। এ শিক্ষাবর্ষ থেকে যে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে, তা ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক পক্ষ যেমন এটিকে সময়োপযোগী পরিবর্তন বলে উল্লেখ করছে, অপর পক্ষ আবার এর তীব্র সমালোচনা করছে। এ শিক্ষাক্রম বিশ্বমানের বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বমানের এ শিক্ষাক্রম থেকে প্রকৃত সুফল পাওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষা অবকাঠামো কি উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে? শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের কি পর্যাপ্ত-প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে? এ শিক্ষাক্রমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ কি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে? এর জন্য যেসব শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন, তা কি সকল শিশুর জন্য সহজলভ্য? এমনিতেই শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ আমাদের জন্য মারাত্মক শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী তার সন্তানের জন্য শিক্ষা ক্রয় করছে। অন্যদিকে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করছে সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারার নানা দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ, যাদের অধিকাংশের সমাজ বা দেশের প্রকৃত বাস্তবতার সাথে খুব বেশি সংস্পর্শ নেই।

এর সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের শিশুদের শারীরিক ও মনোসামাজিক বিকাশ কতটা হচ্ছে? শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নেই, বিনোদনের ব্যবস্থা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। আধুনিকতা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে শিশুদের মনোজগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে, সেটির ওপর আলোকপাত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় উদ্বেগ হচ্ছে যত্রতত্র ফাস্ট ফুডের ছড়াছড়ি, যা শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে 'স্লো পয়জনিং' হিসেবে কাজ করছে। এ ছাড়া ভেজাল বা রাসায়নিকযুক্ত খাবার তো রয়েছেই। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী, যতই আপনি আপনার সন্তানকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করুন না কেন, আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না, আদৌ সেই পুষ্টি তার শরীরে যাচ্ছে কি না, নাকি প্রবেশ করছে নানা ক্ষতিকর পদার্থ। এর সাথে যোগ হচ্ছে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ; যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রজননস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। শিশুদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করা ও পুষ্টিহীনতা ত্বরান্বিত করা ছাড়াও কিডনি, হার্ট ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শব্দদূষণের ফলে শ্রবণশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, মনঃসংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত সচেতনতা, সংকোচ ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের অভাবে কিশোর-কিশোরীদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে নানা শারীরিক ও মানসিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে। একই সাথে, সাম্প্রতিক সময়ে বাল্যবিবাহ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতার জন্যও দায়ী করা হচ্ছে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবকে। গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে ৫১% শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয়, তাদের মধ্যে ২৭% এর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ১৫ বছর বয়সের পূর্বে (বিডিএইচএস-২০২২)।

যেকোনো সংকটে শিশুরা বেশি প্রভাবিত হয়, কেননা তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তখন আর খুব বেশি গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার পায় না। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও বিকাশ ব্যাহত হয়। ২০২৩ সালের শেষের দিকে জাতীয় নির্বাচন-পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চরম আতঙ্কের মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে, সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে তারা। পূর্বেকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, রাজনৈতিক সংকটে শিশুরা সহিংসতার শিকার হয় বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের ব্যবহার করা হয়। এবারও বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণে শিশুদের আহত হবার সংবাদ গণমাধ্যমে এসেছে।

মূলত শিশুদের প্রকৃত উন্নয়ন ও সুরক্ষা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনা ব্যতীত সম্ভব নয় । আমাদের শিশুদের জন্য, শিশুদের নিয়ে ভাবতে হবে। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সর্বোত্তম স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণকালে তাদের মতামত বা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাড়াতে হবে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ এবং নিশ্চিত করতে হবে সেই বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার। একই সাথে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। শিশুসংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পৃথক শিশু অধিদপ্তর গঠন ত্বরান্বিত করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ ও বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র গভীর সংকটে পড়বে; কেননা এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিশু অধিকার সম্পর্কে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে নাগরিক, পেশাজীবী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে ইতিবাচক উদ্যোগ, সফলতা ও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য নাগরিক সমাজের সদস্য, শিশু অধিকার সংগঠন এবং শিশু ও যুবকদের মধ্যে বিতরণ এবং তাদের এ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিশু অধিকারসংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। মূলত ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন) এবং কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল থেকে এ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

তামান্না হক রীতি, সমন্বয়ক, আসক

বি. দ্র.- দৈনিক সমকালে প্রকাশিত লেখা থেকে পরিমার্জিত

শিশু অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ২০২৩

শিশু হত্যা ২০২৩

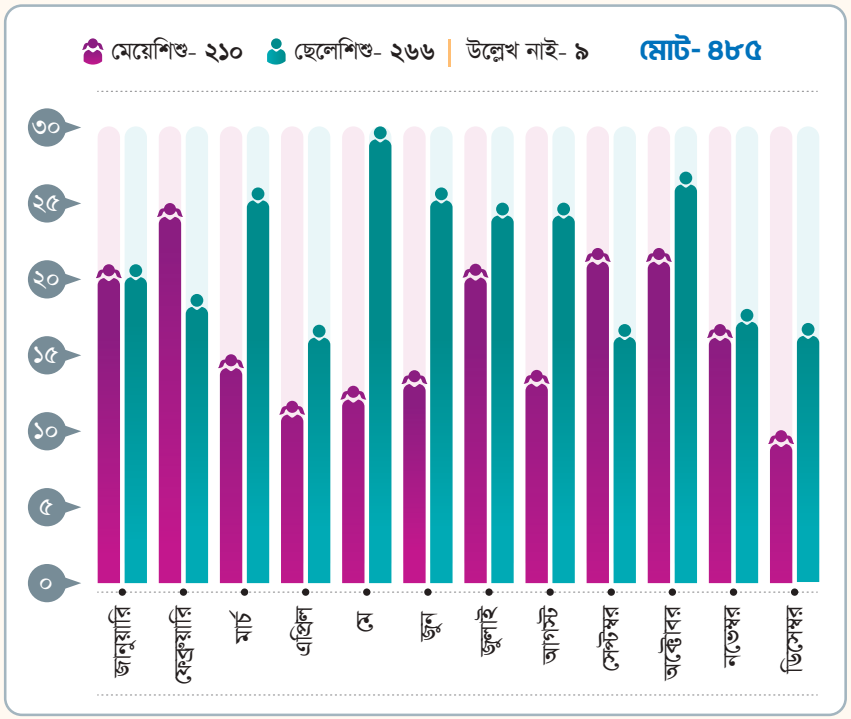

মাস	মেয়েশিশু	ছেলেশিশু	উল্লেখ নাই
জানুয়ারি	২১	২১	০
ফেব্রুয়ারি	২৫	১৯	০
মার্চ	১৫	২৬	১
এপ্রিল	১২	১৭	১
মে	১৩	৩০	২
জুন	১৪	২৮	১
জুলাই	২১	২৫	০
আগস্ট	১৪	২৫	০
সেপ্টেম্বর	২২	১৭	১
অক্টোবর	২২	২৭	১
নভেম্বর	১৭	১৮	০
ডিসেম্বর	১০	১৭	২

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ছেলে শিশুরা মেয়ে শিশুর তুলনায় বেশি হত্যার শিকার হয়েছে। বছরের শেষ দিকে শিশু হত্যার ঘটনা কিছুটা কমেছে।

শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ২০২৩

মাস	
জানুয়ারি	৪
ফেব্রুয়ারি	১০
মার্চ	২৯
এপ্রিল	৪
মে	২৬
জুন	২১
জুলাই	১০
আগস্ট	৬
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	৩
নভেম্বর	২
ডিসেম্বর	৩

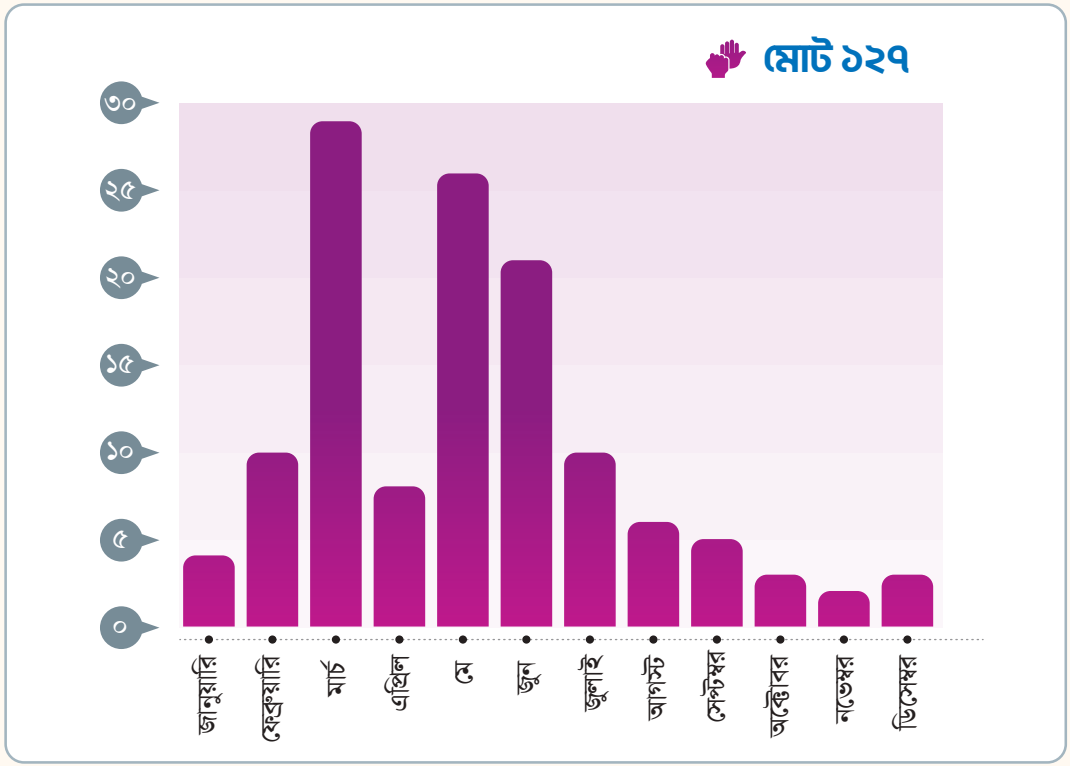

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সারা বছর শিশুরা কম-বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মার্চ ও মে মাসে সবচেয়ে বেশি শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

শিশু নির্যাতন ২০২৩

মাস	মেয়েশিশু	ছেলেশিশু	উল্লেখ নাই
জানুয়ারি	৩৭	১৮	০
ফেব্রুয়ারি	৫৭	১৬	০
মার্চ	৬০	১৭	২০
এপ্রিল	৩৯	১৬	০
মে	৭২	৭৬	০
জুন	৬৭	৬৩	০
জুলাই	৪৭	১৩	০
আগস্ট	৪৭	৩৫	০
সেপ্টেম্বর	৬৪	১৭	৫
অক্টোবর	৩২	৮২	২০
নভেম্বর	৪০	১৮	০
ডিসেম্বর	২৪	১১	০

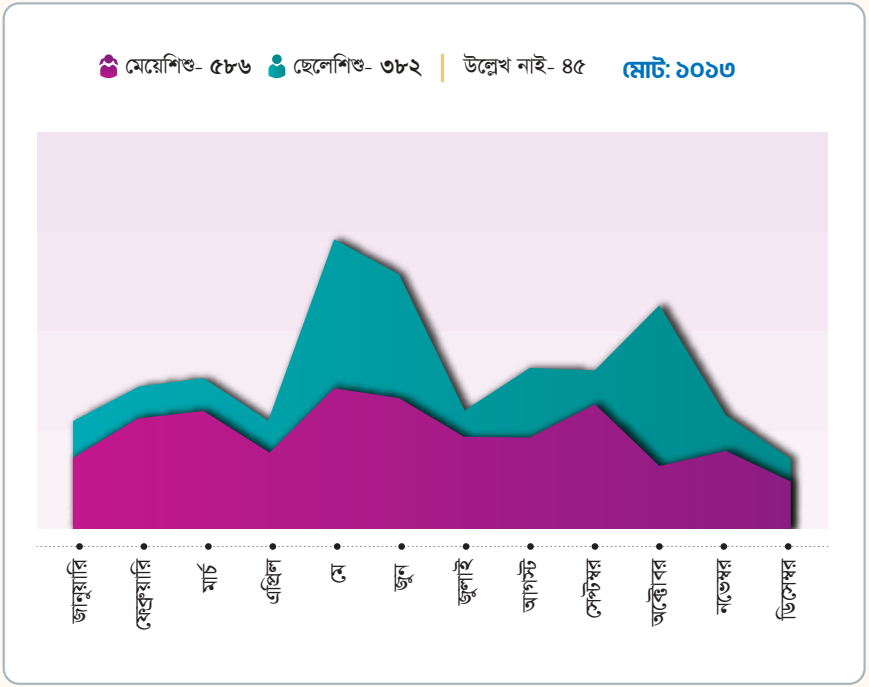

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মেয়েশিশুরা ছেলেশিশুর তুলনায় বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

বখাটে কর্তৃক উত্ত্যক্ত ২০২৩

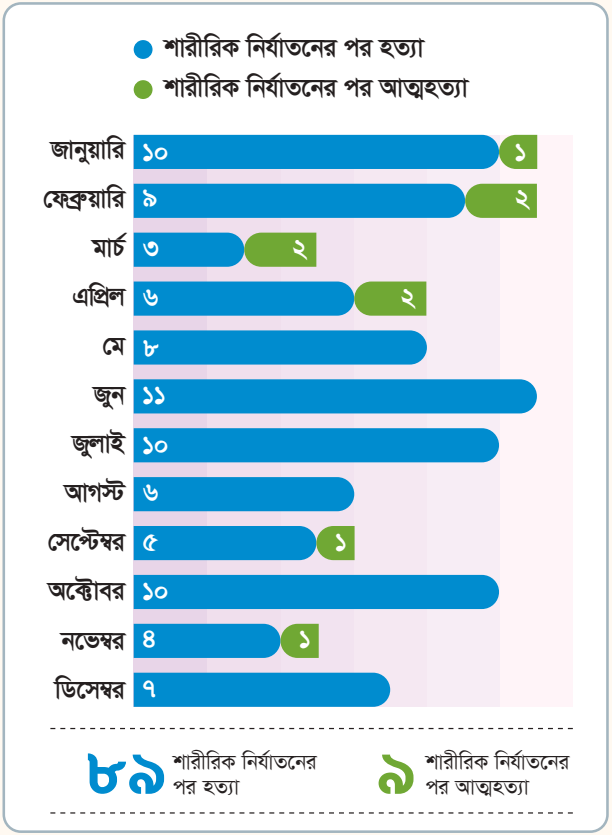

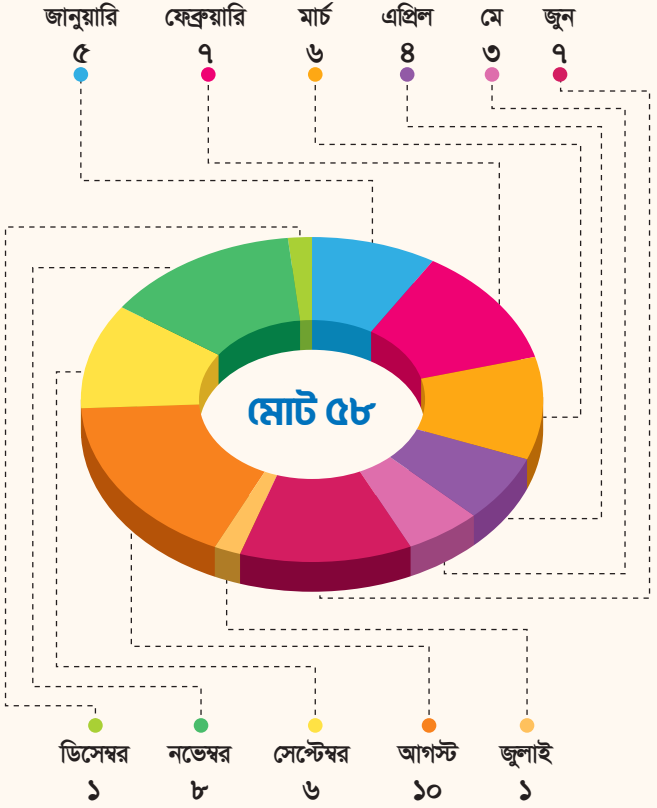

গত বছর ১৪৪ জন শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। অন্যদিকে, এই বছর ৮৯ জন শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে; যা গত বছরের তুলনায় কম। ২০২২ সালে বখাটে কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয় ৬২ জন শিশু; যা এই বছর কমে ৫৮ জনে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩

ইন্টারনেট/ পর্নোগ্রাফির শিকার

৩

অপহরণ

১৩

অ্যাসিড নিক্ষেপ

২

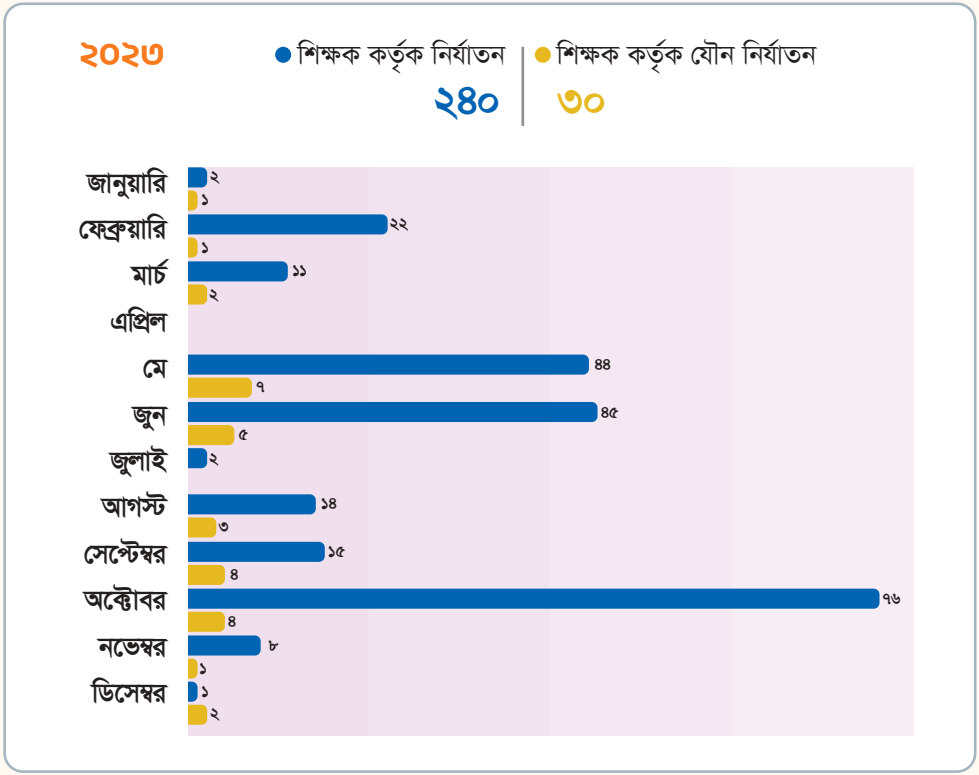

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতন নিষিদ্ধ করে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং সরকারের এ-সংক্রান্ত পরিপত্র থাকা সত্ত্বেও বছরজুড়ে শিশুরা শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ মাসে এ সংখ্যা ছিল ৭৬ জন; যা সারা বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা ২০২৩

৩১৪
ধর্ষণ

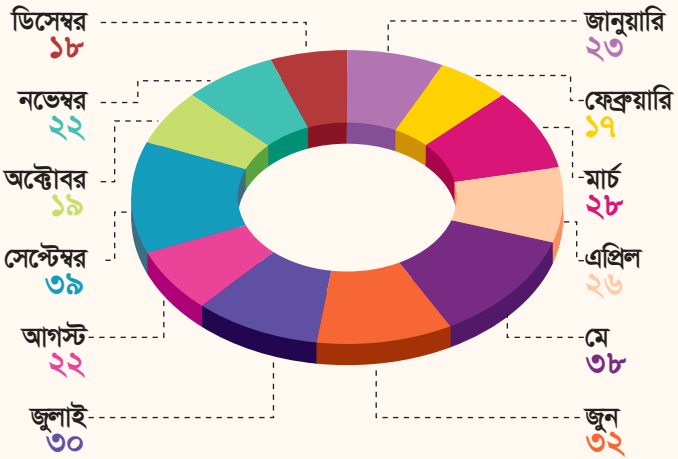

২০২৩ সালে ৩১৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৫৬১ জন শিশু।

১৯
ধর্ষণের পর হত্যা

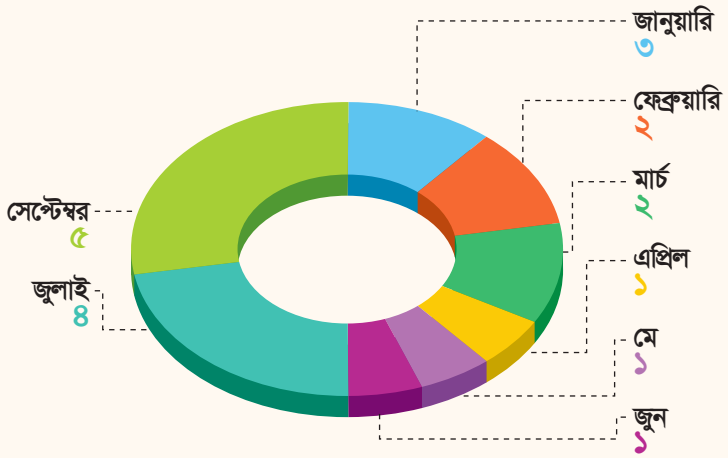

২০২২ সালে ২৭ জন শিশু ধর্ষণের পরে হত্যার শিকার হয়, যা এই বছর কমেছে। ২০২৩ সালে ১৯ জন শিশু ধর্ষণের পরে হত্যার শিকার হয়।

বলাৎকার (ছেলেশিশু) ২০২৩

মোট

৭৫

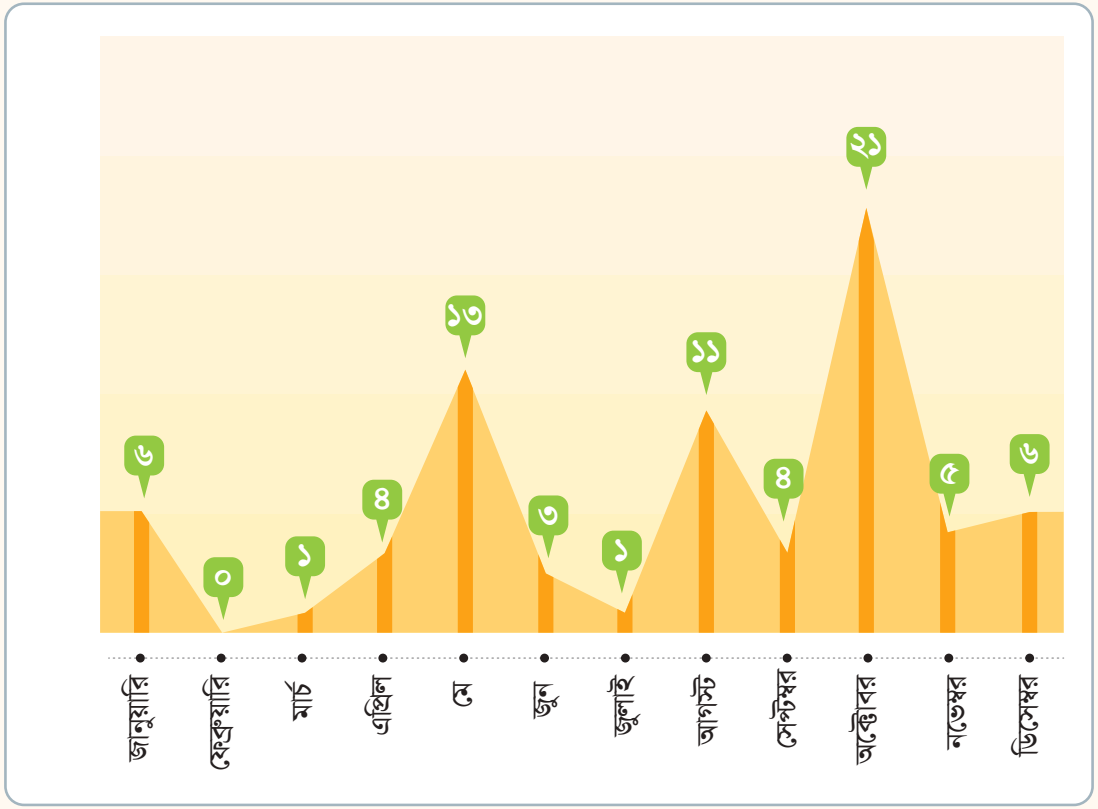

২০২২ সালে ৫২ জন ছেলেশিশু বলাৎকারের শিকার হয়। এই বছর এই সংখ্যা ৭৫ জন, যা গত বছরের তুলনায় বেশি।

লাশ উদ্ধার ২০২৩

মাস	
জানুয়ারি	১৩
ফেব্রুয়ারি	৬
মার্চ	১২
এপ্রিল	৬
মে	১৪
জুন	১০
জুলাই	১২
আগস্ট	১০
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	১৪
নভেম্বর	৭
ডিসেম্বর	৭
মোট	**১১৬**

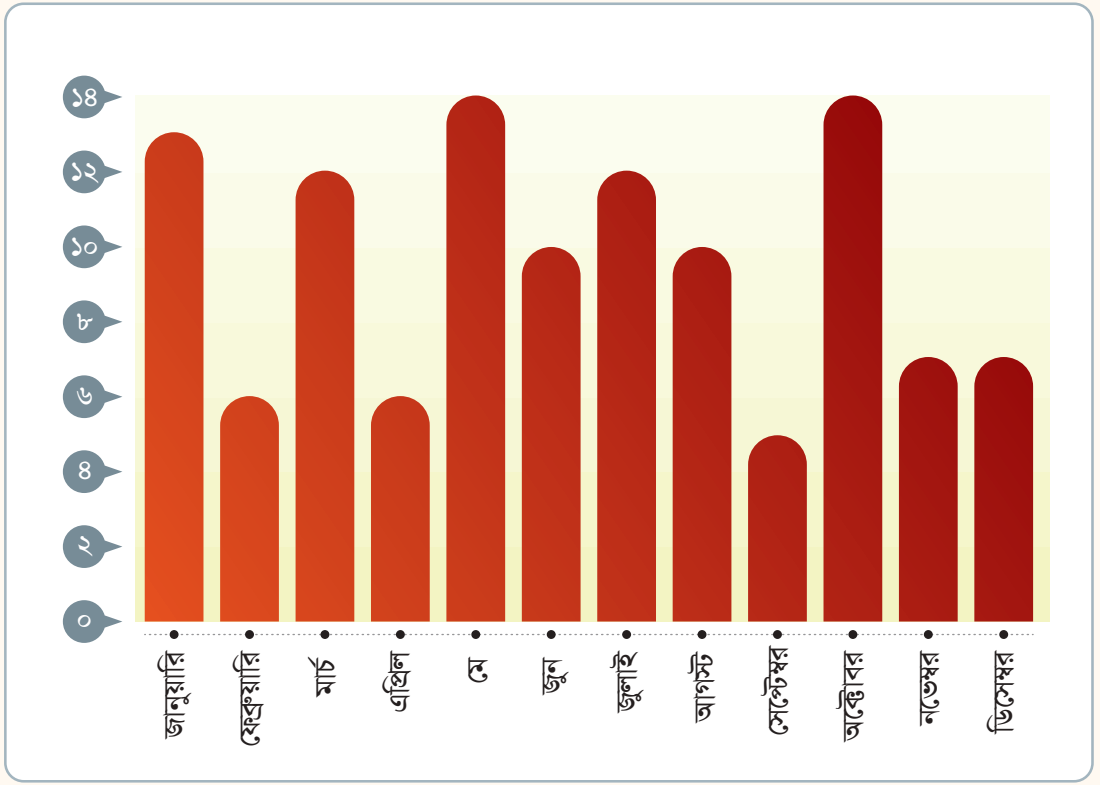

২০২২ সালে ১০৯ জন শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ বছর এই সংখ্যা বেড়ে ১১৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

পারিবারিক নির্যাতন ২০২৩

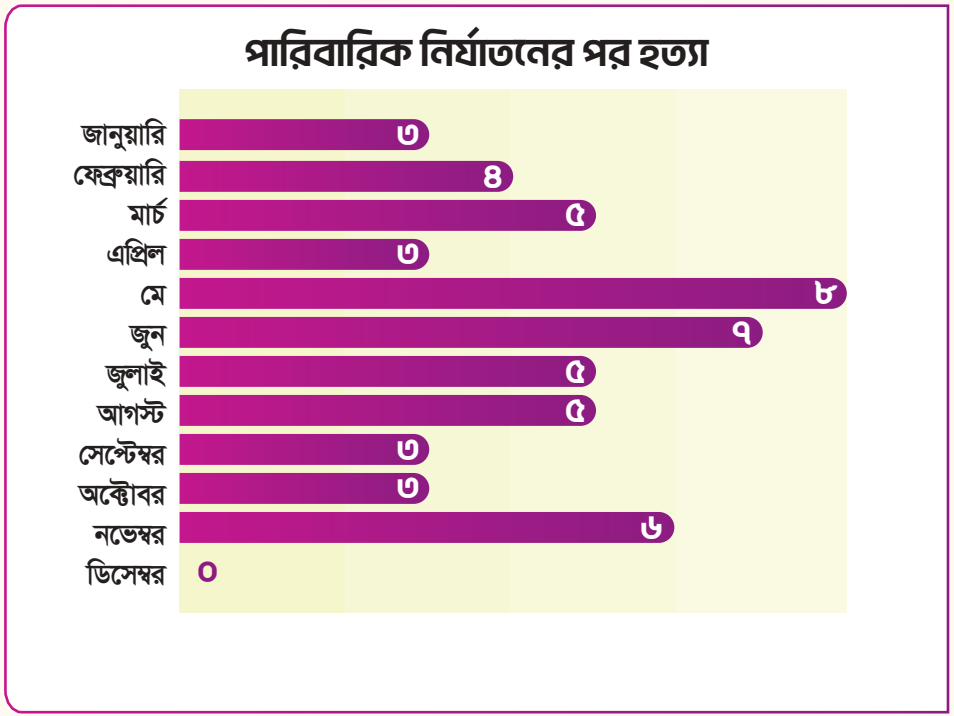

২০২৩ সালে মোট

৫২

শিশু

পারিবারিক নির্যাতনের পর হত্যার শিকার হয়

গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীর মৃত্যু

শারীরিক নির্যাতনের পর গৃহকর্মী হত্যা

জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	এপ্রিল	মে	জুলাই	সেপ্টেম্বর
১	২	১	১	১	১

মোট হত্যা **৭**

রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে **৪**

২০২৩ সালে মোট

১১ জন

গৃহকর্মীর মৃত্যু ঘটে

STATISTICS ON CHILD RIGHTS VIOLATIONS

IN ENGLISH

Statistics on Child Rights Violations 2023

Child Killed 2023

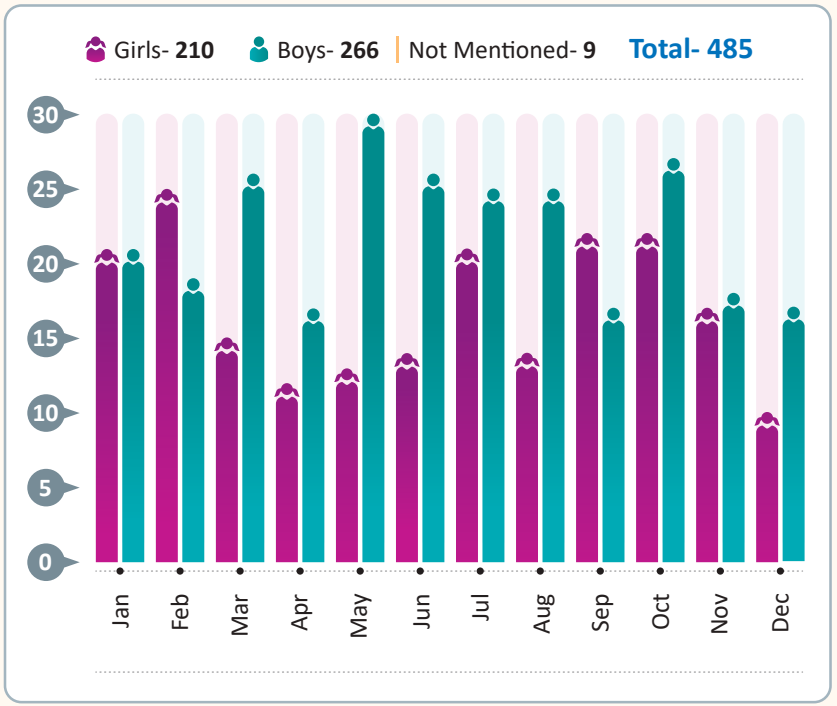

Months	Girls	Boys	Not Mentioned
January	21	21	0
February	25	19	0
March	15	26	1
April	12	17	1
May	13	30	2
June	14	28	1
July	21	25	0
August	14	25	0
September	22	17	1
October	22	27	1
November	17	18	0
December	10	17	2

Physical Abuse 2023

Months	
January	4
February	10
March	29
April	4
May	26
June	21
July	10
August	6
September	5
October	3
November	2
December	3

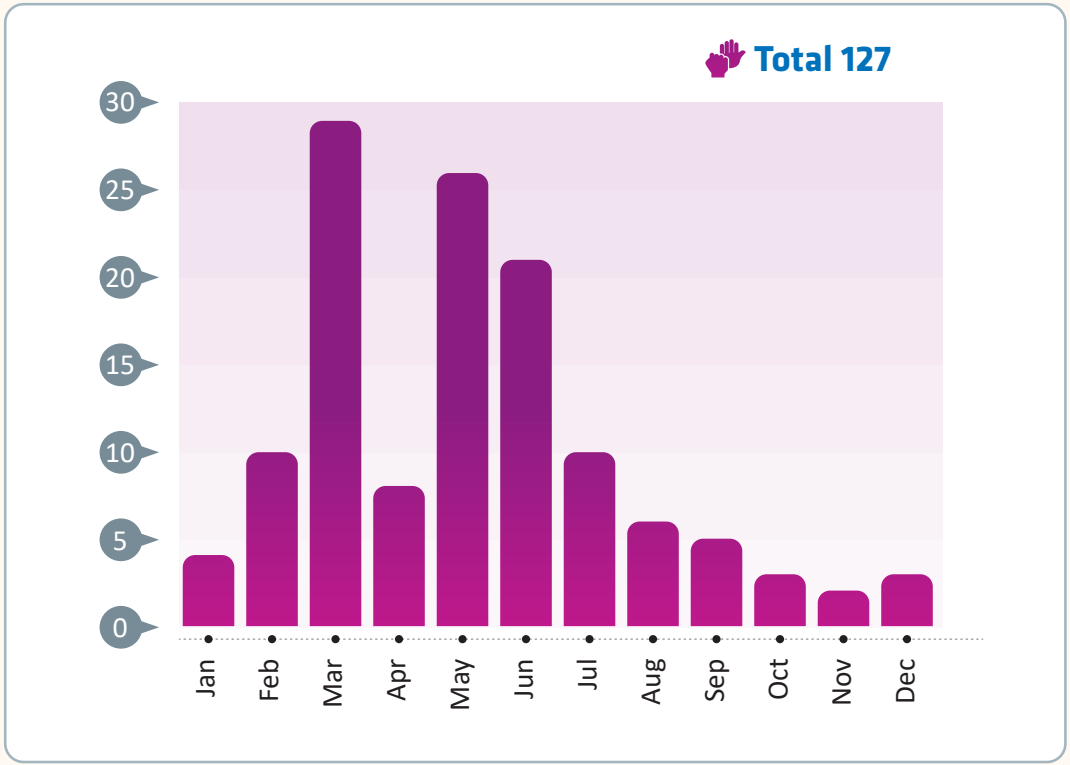

Child Torture 2023

Months	Girls	Boys	Not Mentioned
January	37	18	0
February	57	16	0
March	60	17	20
April	39	16	0
May	72	76	0
June	67	63	0
July	47	13	0
August	47	35	0
September	64	17	5
October	32	82	20
November	40	18	0
December	24	11	0

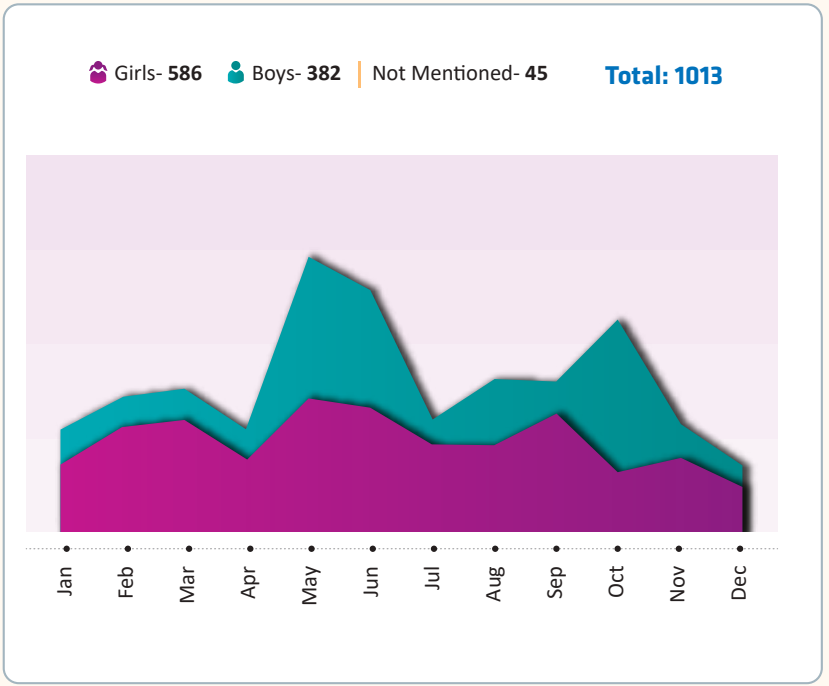

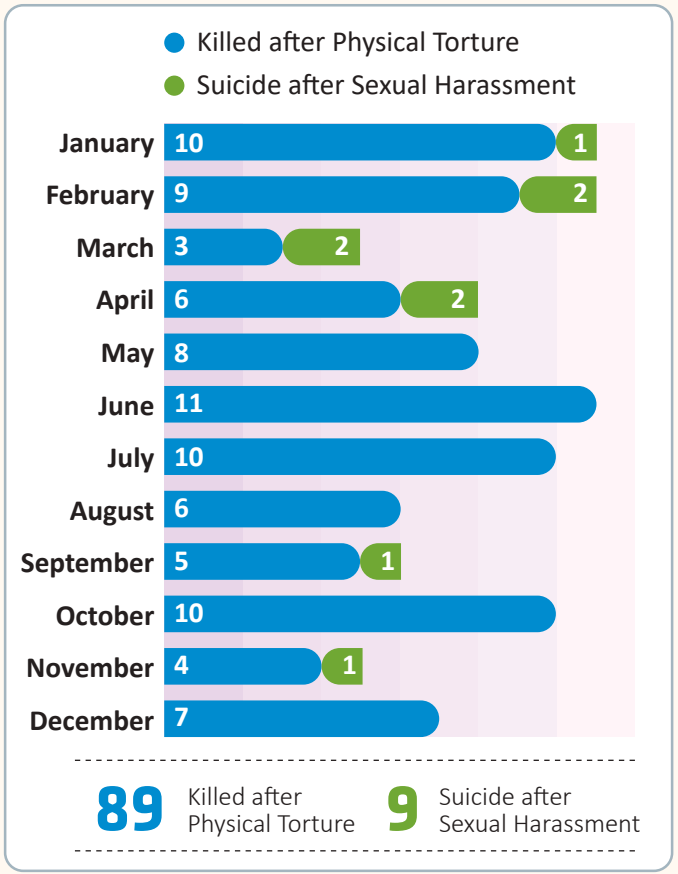

Sexual harassment by stalkers 2023

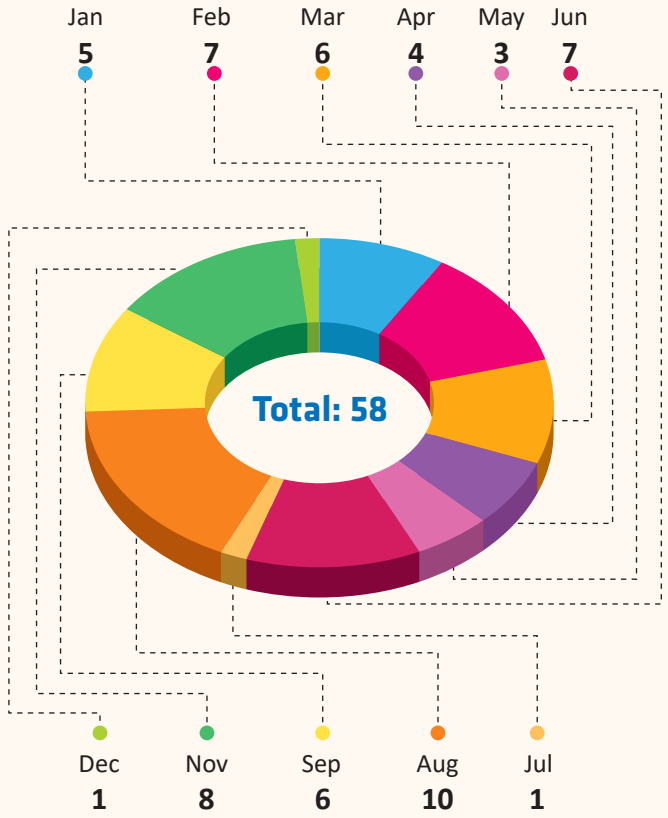

2023

Internet/ Pornography Harassment

3

Abduction

13

Acid Attack

2

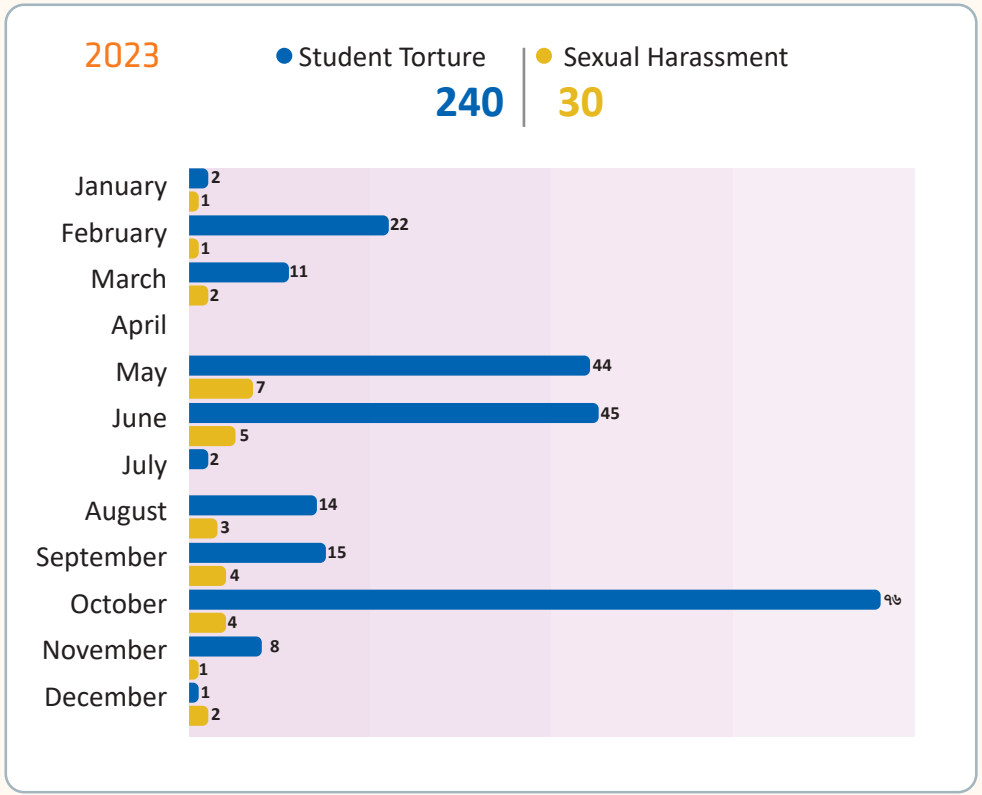

Rape & Killed after being Raped 2023

314
Rape (Girl)

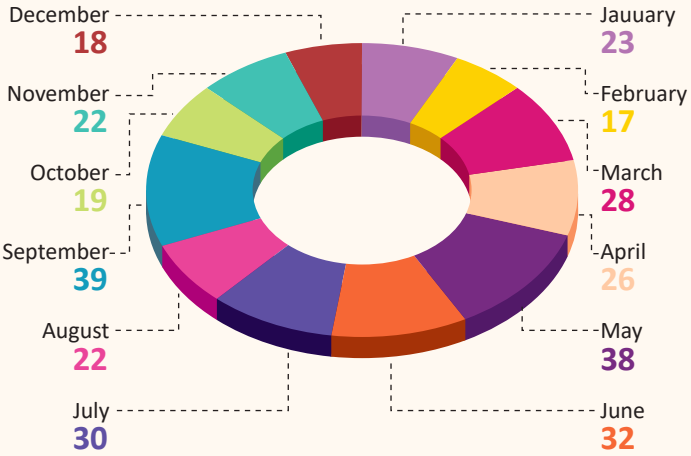

19
Killed after being Raped

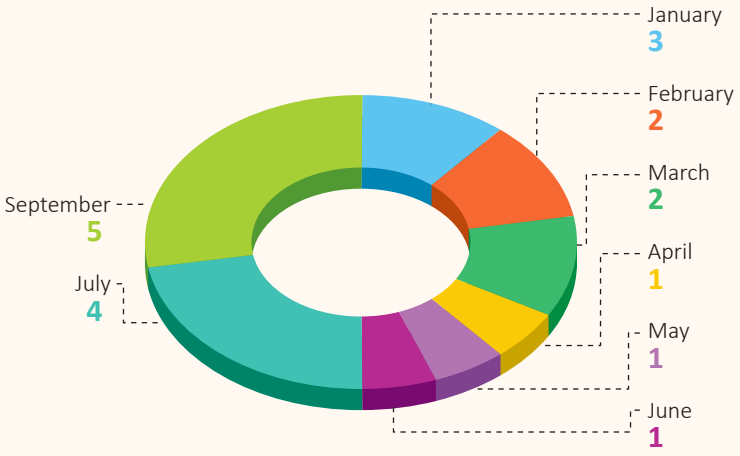

Rape (Boy)
2023

Total

75

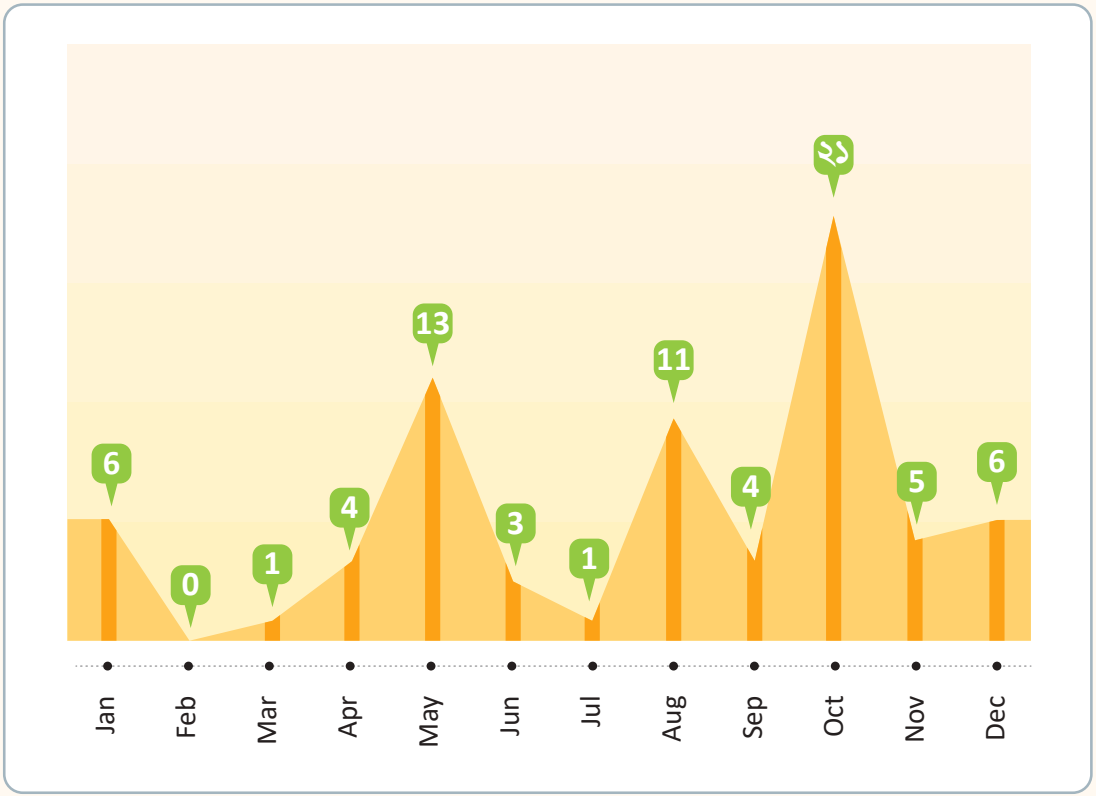

Recovered Death Body 2023

Months	
January	13
February	6
March	12
April	6
May	14
June	10
July	12
August	10
September	5
October	14
November	7
December	7
Total	**116**

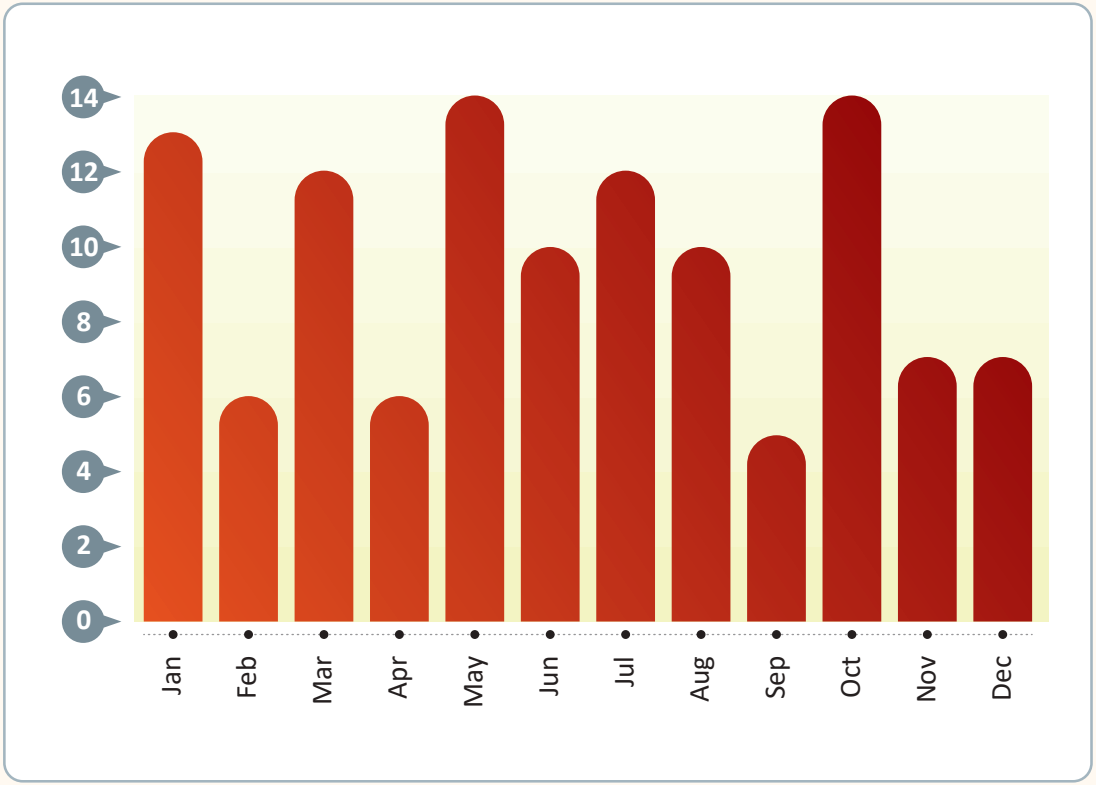

2023

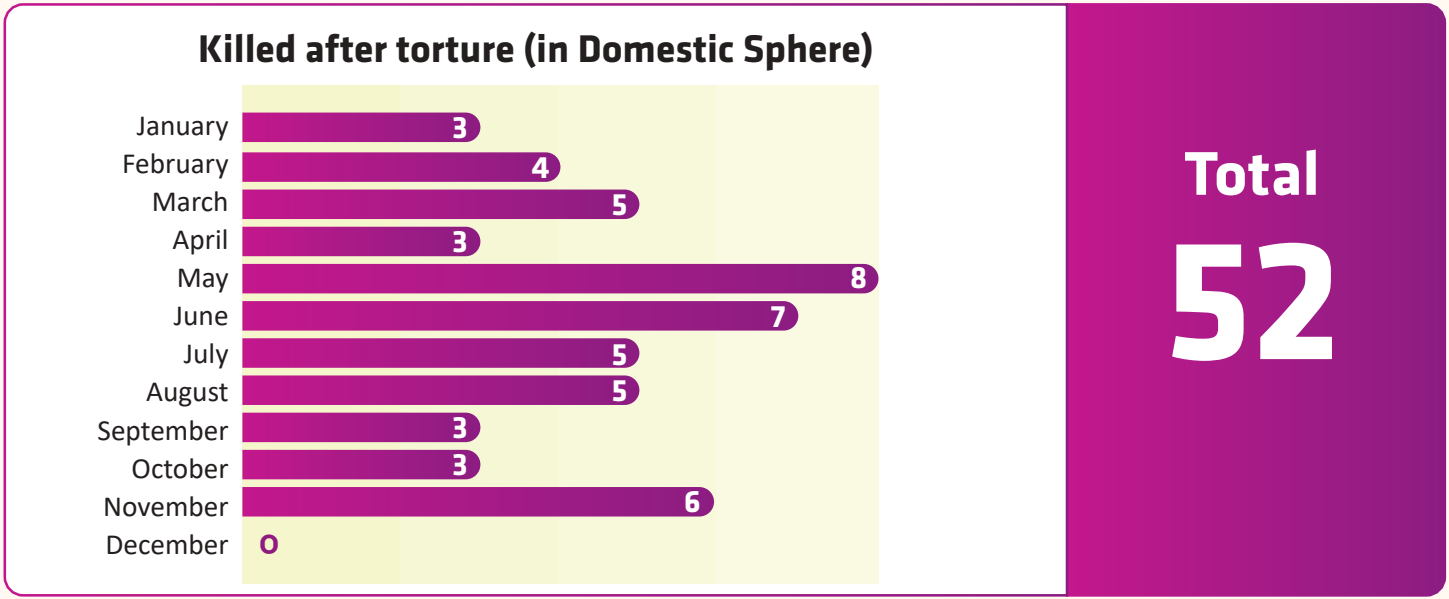

Killed after torture (in Domestic Sphere)
January 3
February 4
March 5
April 3
May 8
June 7
July 5
August 5
September 3
October 3
November 6
December 0
Total
52

Domestic workers killed after torture
January 1
February 2
April 1
May 1
July 1
September 1
Total Killed
7

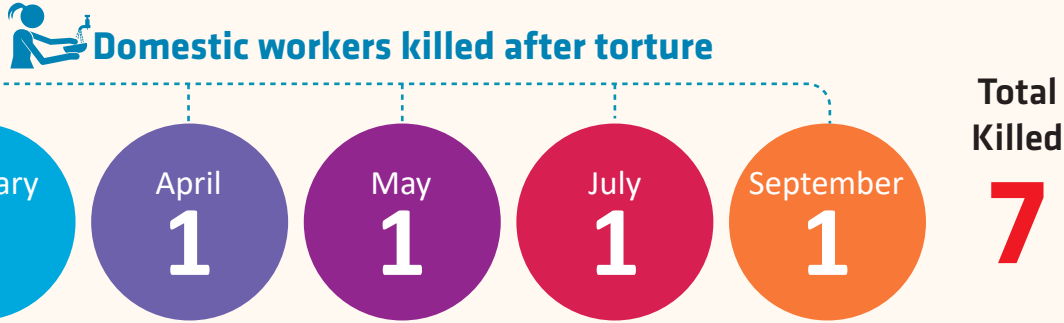

Funded by the European Union

CHILD RIGHTS ADVOCACY COALITION in BANGLADESH

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
মানবাধিকার ও আইন সহায়তা সংগঠন

শিশু অধিকার রক্ষা করি
সুদৃঢ়ভাবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়ি

নির্যাতন প্রতিরোধে
যোগাযোগ করুন

Ain o Salish Kendra (ASK)
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
০১৭২৪ ৪১৫ ৬৭৭

১৬১০৮

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে 109 নম্বরে ফোন অথবা SMS করুন টোল ফ্রি

1098 শিশুর সহায়তায় ফোন

actionaid BSAF CRGA Child Rights Governance Assembly educo education heals PLAN INTERNATIONAL Until we are all equal Terre des Hommes Netherlands Save the Children World Vision

Disclaimer: This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this post are the sole responsibility of the Child Rights Advocacy Coalition in Bangladesh (CRAC, B) and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.